Combined 7 Banks
Officer (Cash) : 2023
Exam Held on: 15.07.2023

01. Read the passage and answer the questions (i–iv) **4×5=20**

It is important to know what makes a person so different from the rest. War and conflicts in their various forms and manifestations remain pervasive around the word. With the increasing level of violences across the globe, the entire mankind is in search of a peaceful comer today. It seems that the whole world is sitting on the brink of a constant war. With his arduous efforts, a fantastic personality is spreading peace and trying to demolish violence. Lhamo Thondup, the 14^{th} Dalai lama, makes his modest effort to awaken us with a message, "Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help others, at least don't hurt them". A part of his humanitarian efforts, he has conducted many conferences, workshops and lecturers across the word. In 1989, he was confered on the Nobel peace Prize for his endeavors. Kenneth H. Blanchard rightly states, "The key to succesful leadership is influence, not authority", and that is what is the objective of this colossal religious figure.

Important Vocabulary : War- যুদ্ধ, manifestation- পূর্ণবিকাশ, pervasive- পরিব্যাপক, violence- হিংস্রতা, peaceful- শান্তিপূর্ণ, arduous- শ্রমসাধ্য, demolish- ধ্বংস করা, modest-শালীন, humanitarian- মানবিক, endeavor- প্রচেষ্টা, influence- প্রভাব

Summary of the passage : এটা জানা খুব দরকারে যে কোন জিনিসটি একজন ব্যক্তিকে অন্যজন হতে ভিন্নতর করে তোলে। যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এখনো বিদ্যমান। যেখানে দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে আজ সহিংসতা, তাই মানুষ আজ শান্তি খোঁজে। পুরো বিশ্ব যেন যুদ্ধের এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। চমৎকার ব্যক্তিত্বের একন মানুষ তার নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সহিংসতা বন্ধ করে শান্তির বার্তা পৌছে দেন। এরপর বলা হচ্ছে, 'দালাই লামা বলেন, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলে অন্যকে সাহায্য করা'। তিনি আরো বলেছেন, 'আপনি যদি কাউকে সাহায্য করতে না পারেন, কারো ক্ষীত করবেন না'। Passage টির শেষে এসে বলা হচ্ছে যে, সফল নেতৃত্বের মূলমন্ত্র হলো 'প্রভাব' কিন্তু 'কর্তৃত্বপরায়ণ' নয়।

Questions:

i How the world is getting affected by war and conflict?

Answer : The world is getting affected by violence. This increasing level of violence across the globe made the world so risky.

ii. What are the key roles of Dalai Lama?

Answer : Casting influence among people is the key role of Dalai Lama.

iii. What are the prime purposes of Dalai Lam?

Answer : 'If possible, help others and don't hurt anyone' is the prime purpose of Dalai Lama.

iv. What is your key lesson from the texts?

Answer : Pervasive war and conflict can be demolished through arduous effort. A fantastic leadership can spread the air of peace by influencing people.

02. Solve the following problems (i – v) **6×5=30**

a) A shirt is sold for Tk. 500 and hence lost some amount. Had the shirt been sold for TK. 700, The merchant would have gained three times the former loss. What is the cost price of the shirt?

অনুবাদ : 500 টাকায় একটি শার্ট বিক্রি করে কিছু ক্ষতি হলো। শার্টটি 700 টাকায় বিক্রি করা হলে যা ক্ষতি হয়েছিল ব্যবসায়ী তার তিনগুণ লাভ করতে পারতো। শার্টটির ক্রয়মূল্য কত?

Solution : Let, the cost of the shirt is Tk. x

According to question

$3(x - 500) = 700 - x$

$\Rightarrow 3x - 1{,}500 = 700 - x$

$\Rightarrow 3x+x = 700+1500$

$\Rightarrow 4x = 2{,}200$

$\therefore x = \frac{2200}{4} = 550$

$\therefore$ The cost price of the shirt is 550 Tk. (Answer)

b) In an examination, a student gets 38% of the total marks and fails by 6 marks. Another student who gets 45% of the total marks, gets 15 marks more than the required passing percentage. Find the passing percentage in the examination.

অনুবাদ : একটি পরীক্ষায় 38% নম্বর পেয়ে একজন ছাত্র 6 নম্বর কম পেয়ে ফেল করলো। অন্য একজন ছাত্র 45% নম্বর পেল যা পাস নম্বরের চেয়ে 15 নম্বর বেশি। পরীক্ষার পাশ নম্বরের হার কত?

Solution : Let, total mark is x

According to question,

$38\% \text{ of } x + 6 = 45\% \text{ of } x - 15$

$\Rightarrow \frac{38x}{100} + 6 = \frac{45x}{100} - 15$

$\Rightarrow \frac{45x}{100} - \frac{38x}{100} = 6 + 15$

$\Rightarrow \frac{45x - 38x}{100} = 21$

$\Rightarrow \frac{7x}{100} = 21$

$\Rightarrow \frac{x}{100} = 3$

$\therefore x = 300$

$\therefore$ Pass mark $= 38\% \text{ of } 300 + 6 = \frac{38}{100} \times 300 + 6$

$= 114 + 6 = 120$

Passing Percentage $= \frac{120}{300} \times 100 = 40\%$ (Answer)

c) The sum of the present ages of A and B is 60 years. 5 years later, their ages will be in the ratio of 3:4. Calculate A's present age.

অনুবাদ : A এবং B এর মোট বয়স 60 বছর। 5 বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হবে 3:4. A এর বর্তমান বয়স কত?

Solution : Let,

A's age be = x years

B's age be = (60 – x) years

According to question

$$\frac{x+5}{60-x+5}=\frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{x+5}{65-x}=\frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow 4x+20=195-3x$$

$$\Rightarrow 7x=175$$

$$\Rightarrow x=\frac{175}{7}=25$$

A's present age is 25 years. (Answer)

d) The length of the rectangle ABCD is $\frac{6}{5}$ th of its breadth. Its perimeter is 132. Find the area of the rectangle.

অনুবাদ : ABCD আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের $\frac{6}{5}$ অংশ। এর পরিসীমা 132. আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

Solution :

Let, Width of the rectangle is x

Length of the rectangle is $\frac{6x}{5}$

Perimeter = 2 (Length+width)

$$= 2\left(\frac{6x}{5}+x\right) = 2\left(\frac{6x+5x}{5}\right)=\frac{22x}{5}$$

According to question,

$$\frac{22x}{5}=132$$

$$\Rightarrow 22x=660$$

$$\Rightarrow x=30$$

Length $=\frac{6x}{5}=\frac{6\times 30}{5}=36$

Area = Length × width= 36 × 30 = 1080 Square meter (Answer)

e) Tk. 430 is divided among A, B and C in such a way that if A gets Tk. 2, B gets Tk. 3 and If B gets Tk. 5, C gets TK. 6. What is the amount of money B will receive?

অনুবাদ : 430 টাকা A, B এবং C এর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও যেন A যদি 2 টাকা পায়, B পায় 3 টাকা এবং B যদি 5 টাকা পায়, C পায় 6 টাকা। B কত টাকা পাবে?

Solution : Given,

$A : B = 2 : 3 = 10 : 15$

$B : C = 5 : 6 = 15 : 18$

$\therefore A : B : C = 10 : 15 : 18$

$\therefore$ B's share $= 430 \times \frac{15}{10+15+18} = 150$ Tk. (Answer)

03. Answer the following questions: (i – xv) **2×15=30**

a) Name two European countries that are not the members of NATO.

Ans: Austria, Cyprus

Explanation : ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইইউ ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ দেশের একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক আঞ্চলিক জোট। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ২৭। এর অফিসিয়াল ভাষা ২৩ টি। সদর দপ্তর ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)। ন্যাটোর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩১। অষ্ট্রিয়া, সাইপ্রাস, আয়ারল্যান্ড এবং মাল্টা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য কিন্তু ন্যাটোর সদস্য নয়।

b) Who is the director of the film "Muktir Gaan"?

Ans: Tareque Masud and his wife Katherine Masud is the director of the film "Muktir Gaan".

Explanation : তারেক মাসুদ বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যে অন্যতম হলো- আদম সুরত, মুক্তির গান (প্রামাণ্যচিত্র), মাটির ময়না, অন্তর্যাত্রা, নরসুন্দর ও রানওয়ে।

c) Which is the oldest Grand slam Tennis Tournament of the world?

Ans: Wimbledon

Explanation : টেনিসে চারটি গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্ট আছে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন এবং US ওপেন। উইম্বলডন হল প্রাচীনতম গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিস টুর্নামেন্ট। এটি ১৮৭৭ সালে শুরু হয়েছিল। সমগ্র বিশ্বের প্রাচীনতম, এখনও-সক্রিয় টেনিস টুর্নামেন্ট, এটিকে টেনিস জগতের অনেকেই সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ হিসাবে দেখেন এবং এটি সাধারণত জুনের শেষ থেকে জুলাইয়ের শুরুতে অনুষ্ঠিত হয়।

US open : এটি ১৮৮১ সালে শুরু হয়েছিল। এটি বার্ষিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আগস্টের শেষ সোমবার থেকে শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুই সপ্তাহ স্থায়ী হয়। এই টুর্নামেন্টটি হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

ফ্রেঞ্চ ওপেন : এটি ১৮৯১ সালে শুরু হয়েছিল। এটি প্যারিসে মে মাসের শেষ থেকে জুনের শুরুর মধ্যে দুই সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই টুর্নামেন্টটি ক্লে কোর্টে খেলা হয়।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন : এটি ১৯০৫ সালে শুরু হয়েছিল। এই টুর্নামেন্টটি প্রতি বছর মেলবোর্নে জানুয়ারির পাক্ষিক ধরে অনুষ্ঠিত হয়। এটি হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

d) What is the origianl name of the writer Shaukat Osman?

Ans: Sheikh Azizur Rahma.

Explanation : শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম হলো- শেখ আজিজুর রহমান। শওকত ওসমানের সাহিত্যকর্মসমূহ নিম্নরূপ-

উপন্যাস	ক্রীতদাসের হাসি, জননী, বনি আদম, রাজা উপাখ্যান, চৌরসন্ধি
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস	জাহান্নাম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য, জলাংগী
নাটক	আমলার মামলা, তস্কর ও লস্কর, কাঁকরমণি, বাগদাদের কবি
প্রবন্ধ	সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই

e) Which is considered as banker to the government of Bangladesh?

Ans: Bangaldesh Bank

Explanation : বাংলাদেশ ব্যাংকে সকল ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অর্থের প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্থ ঋণ নিতে পারে। সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

f) Who is the Prime Minister of UK?

Ans: Rishi Sunak.

Explanation : ঋষি সুনাক ১৯৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৃটিশ রাজনীতিবিদ এবং কনজারভেটিভ পার্টির নেতা। তিনি ২০২০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত চ্যান্সেলর অফ দ্য এক্সচেকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০২২ সালের ২৫ অক্টোবর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

g) What was the year when Bangabandhu placed the Six Points?

Ans: In 1966

Explanation : ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলনে' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি : ৬ দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ সালে লাহোরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ৬ দফা ঘোষণা করা হয়। প্রতিবছর ৭ জুন 'ছয় দফা দিবস' পালিত হয়। ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ' (Charter of Freedom) বা 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবে পরিচিত।

h) In which date the 'International Human Right Day' is observed?

Ans: 10th December.

Explanation : প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। ১৯৪৮ সালে ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি যে ইউনিভার্সাল ডিক্লেরেশন অফ হিউম্যান রাইটস (Universal Declaration of Human Rights) প্রণয়ণ করেছিল, সেই ঘটনাকে স্মরণে রাখতেই সারা বিশ্ব জুড়ে মানবাধিকার দিবস (Human Rights Day) পালন করা হয়ে থাকে।

i) Name the Specialized Bank established with the goal of supporting manpower exports and remitters in bangladesh.

Ans: Probashi Kallyan Bank.

Explanation : প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন-২০১০ এর মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় ২০১১ সালের ২০ শে এপ্রিল এই ব্যাংকের শুভ উদ্বোধন করেন। এ ব্যাংকের উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

> রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান

> অভিবাসন ঋণ প্রদান

> পুনর্বাসন ঋণ প্রদান

j) Write full forms of 'NFIS' and 'BFIU' in the context of Bangladesh.

Ans: NFIS = National Financial Inclusion strategies.

BFIU = Bangladesh Financial Intelligence Unit.

Explanation : বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) হচ্ছে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা। এটি ২০০২ সালের জুনে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে 'এন্টি মানি লন্ডারিং ডিপার্টমেন্ট বা এএমএল' নামে গঠিত হয়।

k) How many female freedom fighters have been honored with "Bir Protik"?

Ans: Taramon Bibi and Captain Sitara Begum are the two Bangladeshi female honored with 'Bir Protik'.

Explanation : মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দুইজন মহিলাকে বীরত্বসূচক 'বীরপ্রতীক' খেতাব প্রদান করা হয়। যথা- ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম (২ নং সেক্টর) এবং তারামন বিবি (১১ নং সেক্টর)। খেতাববিহীন মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধা সুনামগঞ্জের খাসিয়া সম্প্রদায়ের কাঁকন বিবি। তিনি 'মুক্তিবেটি' নামেও পরিচিত।

l) Mention the name of three basic colors.

Ans: Red, Green and Blue are the basic colors.

m) In which year the World Bank and IMF were founded?

Ans: In 1944 World Bank and IMF were founded.

Explanation : ১৯৪৪ সালের ১-২২ জুলাই ব্রেটন উডস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারে। এ সম্মেলনে IBRD (WB) ও IMF গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। IBRD (WB) ও IMF আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫। ব্রেটন উডস সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে গঠিত হয় GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি GATT বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO) রূপান্তরিত হয়।

n) Name the country from where Bangladesh's import is maximum.

Ans: Top import partner of Bangaldesh is China.

Explanation : বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে চীন ও ভারত থেকে। ২০২০-২১ সালে বাংলাদেশ চীন থেকে ১২.৯ বিলিয়ন এবং ভারত থেকে ৮.৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। অন্যদিকে, ২০২০-২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে ৪.৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করেছে ২.২৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। সুতরাং এই তথ্য মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য রয়েছে।

o) In which year the National Poet of the country was born?

Ans: In the year 1899 Bangladesh national poet Kazi Nazrul Islam was born.

Explanation : কাজী নজরুল ইসলাম ২৪ মে, ১৮৯৯ সালে (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমেদ এবং মাতা জাহেদা খাতুন। ১০ অক্টোবর, ১৯৪২ সালে মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দূরারোগ্য (পিক্স ডিজিজ) ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' এবং ১৯৬০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি পান। ১৯৭২ স'লের ২৪ মে কবিকে সপরিবারে ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়। ১৯৭৪ সালে তাকে 'জাতীয় কবি' ঘোষণা করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট (ডি.লিট) ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ সালে তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এবং একুশে পদক দেয়া হয়। ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

04. Translation (Bangla to English): **20**

তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক লেনদেন সময়ের সাথে সাথে জনপ্রিয় হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট প্রযুক্তিবান্ধব না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে অসুবিধা হয়েছে। প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে বাধ্য হয়েছি আমরা। এ পরিবর্তনের সুফল পেতে শুরু করেছে দেশের ব্যাংকগুলো। ব্যাপকহারে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে ব্যাংক ব্যবসা ভাল হবে। তবে তার জন্য দরকার দক্ষ জনবল। আর এজন্য প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় টিকে থাকা কঠিন হবে। তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাংক দেশে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। এর সুবিধা পেতে পারে দেশের সাধারণ মানুষ।

Answer : Information technology based transactions have become popular over time. However, as common people are not tech-friendly enough, there have been difficulties in the initial stages. We are forced to get acquainted with the technology. Banks of the country have started receiving all these changes advantage. Banking business will be better if the use of information technology is ensured at a large rate. But it needs skilled manpower. And that requires efficient leadership. If the use of information technology is not ensured, it will be difficult to survive the globalization process. Information technology based banks can generate new opportunities in the country. The common people of the country can reap out of its benefits.

05. Focus Writing in Bangla: পরিবেশ রক্ষায় উন্নত দেশসমূহের করণীয়। 35

পরিবেশ রক্ষায় উন্নত দেশসমূহের করণীয়

পরিবেশই প্রাণের ধারক, জীবনীশক্তির বাহক। সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার ওপরেই তার অস্তিত্ব নির্ভর করে আসছে। পরিবেশ প্রতিকূল হলে জীবের ধ্বংস ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পরিবেশের ওপর নির্ভর করে মানুষ, অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী-জীবনের বিকাশ ঘটে। তাই পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় যোগসূত্র। কিন্তু নানা কারণে পরিবেশ দূষণ সমস্যা প্রকট হওয়ায় মানবসভ্যতা আজ চরম হুমকির সম্মুখীন। এ থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে চলছে নানা ধরনের গবেষণা। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ নিয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ৫ জুনকে ঘোষণা করেছে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে।

পরিবেশ দূষণের কারণ : বিশ্বজুড়ে এখন পরিবেশ দূষণের মাত্রা ভয়াবহ। পরিবেশ দূষণের উল্লেখযোগ্য কারণের মধ্যে রয়েছে- অত্যাধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন ও বনভূমি উজাড়, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, দ্রুত শিল্পায়ন, সার ও কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, শিল্প-কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ, গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়া, ওজোন স্তরের ক্ষয়, এসিড বৃষ্টি, অপরিকল্পিত গৃহ নির্মাণ, দারিদ্র্যতা, প্রসাধন সামগ্রী, প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি।

পরিবেশ দূষণে উন্নত দেশের ভূমিকা : বিশ্বের পরিবেশ দূষণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ। ধনী দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে বিশ্বের ১২% মানুষ বসবাস করে কিন্তু তারা বিশ্বের ৫০% গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করে। বিশ্বের কার্বণ নিঃসরণে শীর্ষ দেশ চীন। তবে মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণে শীর্ষ দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। কার্বণ নিঃসরণে সবেচেয় বেশি ভূমিকা রাখে কয়লার ব্যবহার। উন্নত দেশের কয়লার ব্যবহার অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশি। তাদের শিল্পকারখানার পরিমাণও বেশি। ফলে তারা অধিক পরিমাণ পরিবেশ দূষণ ঘটায়। পরিবেশ দূষণ ব্যালেন্স করতে অন্যতম ভূমিকা রাখে বনায়ন। উন্নত দেশের বনায়ন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বনভূমি উজাড় করে তারা শিল্প কারখানা গড়ে তুলছে। ফলে এসব দেশ অধিক হারে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে।

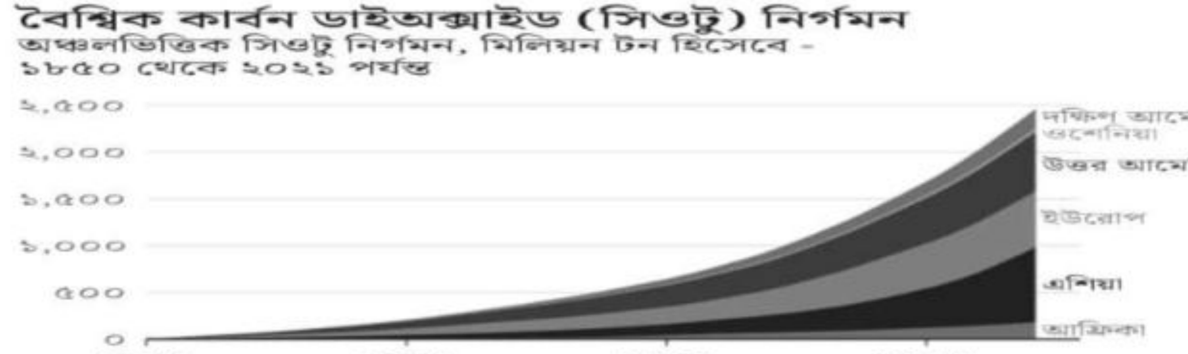

পরিবেশ দূষণের প্রভাব : আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। এ পরিণামে বাতাসে প্রতিবছর ২২ কোটি টন কার্বন মনোক্সাইড সঞ্চিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের আনুপাতিক হার ক্রমশই বাড়ছে। এর ফলে বৃষ্টির জলে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি হচ্ছে। এই অ্যাসিড বর্ষণ অরণ্যে মহামারীর সৃষ্টি করছে। খাদ্যশস্যকে বিষাক্ত করছে। দ্রুতগতিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সবুজ অরণ্য। সারা বিশ্বে বর্তমান মোট ৮০ শতাংশ হল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য। এর মধ্যে প্রতি মিনিটে ২১ হেক্টর কৃষিযোগ্য জমি বন্ধ্যা হয়ে গেছে। প্রতিবছর ৭৫ লাখ হেক্টর জমি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। প্রতি মিনিটে ৫০ হেক্টর উর্বর জমি বালুকাকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর বাতাসে বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন কমছে। বিজ্ঞানের অপব্যবহারে ভূ-প্রকৃতির ওপর অত্যাচার বাড়ছেই। শস্য রক্ষার জন্য নানা ধরনের কীটনাশক ওষুধ তৈরি ও প্রয়োগ হচ্ছে। এইসব বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যের অনুপ্রবেশ ঘটছে মানুষের শরীরে। ফলে নানা জটিল ও কঠিন রোগের দানা বাঁধছে আমাদের শরীরে।

পরিবেশ দূষণের জন্য পৃথিবীতে ৮০ শতাংশ নিত্য নতুন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে পানিতে পরিণত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের আয়তন ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। ফলে সূর্যের মারাত্মক অতিবেগুনি রশ্মি প্রাণিজগৎকে স্পর্শ করবে। দূষণের ফলে উদ্ভিদ ও জীবজগৎ আজ বিপন্ন। সমুদ্রে-নদীতে-জলাশয়ে মাছের সংখ্যা দিন দিন কমছে। মাছের শরীরে নানা রোগ দেখা দিচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান যা বরফে আচ্ছাদিত আছে, সেসব বরফ গলে সমুদ্র যাচ্ছে। ফলে পৃথিবীর সমুদ্রের পানির উচ্চতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে পৃথিবীর নিচু দেশসমূহ অনেক ঝুঁকিতে আছে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর এসব দেশ সমুদ্রের পানির নিচে চলে যাবে।

সমুদ্র পৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিতে যেসব শহর

উচ্চমাত্রার নির্গমন হলে যা হবে

২০৫০ দশকে ঝুঁকির মুখে যত নগরবাসী

● ১০মিলিয়নের বেশি ৫মি-১০মি ১মি-৫মি ০.৫-১মি ০.১মি-০.৫মি

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের প্রভাব : আমাদের দেশের পরিবেশ দূষণের মাত্রা আরো ভয়াবহ। বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দূষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকির কারণে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে প্রতিবছর যতো মানুষের মৃত্যু হয় তার ২৮ শতাংশই মারা যায় পরিবেশ দূষণ জনিত রোগ ব্যাধির কারণে। কিন্তু সারা বিশ্বে এধরনের মৃত্যুর গড় হার মাত্র ১৬ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের ওই পরিসংখ্যানে আরো বলা হয়েছে, শহরাঞ্চলে এই দূ ষণের মাত্রা উদ্বেগজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, পরিবেশ দূষণজনিত কারণে বাংলাদেশে যেখানে ২৮ শতাংশ মৃত্যু হয় সেখানে মালদ্বীপে এই হার ১১ দশমিক পাঁচ শতাংশ আর ভারতে ২৬ দশমিক পাঁচ।

পরিবেশ দূষণ রোধে উন্নত দেশের ভূমিকা:

কয়লার ব্যবহার হ্রাস : পরিবেশ দূষণে বা জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। উন্নত দেশসমূহের উচিত কয়লার ব্যবহার হ্রাস পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

আইন তৈরি ও মানতে বাধ্য করা : উন্নত দেশগুলো যখন বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করার সময় পরিবেশের জন্য উপকারী এমন আইন তৈরি ও মানতে অন্যান্য দেশকে বাধ্য করতে পারে।

বনভূমির ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি : উন্নত দেশের জনসংখ্যা কম কিন্তু ভূমির পরিমাণ বেশি। তাই তারা বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বৃক্ষ নিধন রোধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একই সাথে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা করতে পারে।

উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশকে আর্থিক সহায়তা : বিশ্বের মোট সম্পদের একটি বড় অংশ বিশ্বের নির্দিষ্ট কিছু দেশের নিকট গচ্ছিত। এসব দেশের উচিত উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশকে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করা।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আর্থিক সহায়তা

উন্নত দেশগুলো যা দিয়েছে বা জোগাড় করেছে (মার্কিন ডলারে)

২০২১ ও ২০২২ সালের উপাত্ত ওইসিডির চিত্র থেকে করা গড় হিসেব-ভিত্তিক

উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ : বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে উন্নত দেশসমূহ আধুনিক প্রযুক্তির সরবরাহ বৃদ্ধি করে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক আইন বা চুক্তি মেনে চলা : বিশ্ব বিভিন্ন ধরনের পরিবে বিষয়ক আইন বা চুক্তি আছে। যারা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তৈরি করে এবং বিভিন্ন দেশ বা প্রতিষ্ঠানকে তা মানতে বাধ্য করে। বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো এসব নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও ধনী দেশগুলো এসব নিয়ম-কানুন তেমন মানে না। ধনী দেশের উচিত এসব নিয়ম-কানুন মেনে চলা।

জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ : ধনী দেশগুলোর উচিত পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা। এক্ষেত্রে তাদের উচিত দারিদ্র্য দেশগুলোতে প্রচারের কাছে বিনিয়োগ করা।

পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক সংগঠন :

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) : জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্ত:সরকার প্যানেল (IPCC) জাতিসংঘের একটি পরিবেশবাদী সংস্থা। এটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) ও বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এর মিলিত উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটি পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি : এটি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেনিয়ার নাইরোবিতে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। এই সংগঠনটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিভিন্ন নিয়ম প্রণয়ন করে এবং বিভিন্ন দেশকে সেসব নিয়ম মানতে উৎসাহিত করে।

কিয়োটো প্রটোকল : কিয়োটো প্রটোকল পরিবেশ বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। ১৯৯৭ সালে এটি গৃহীত হয় এবং ২০০৫ সালে কার্যকর হয়। ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে প্রথম দায়বদ্ধতা সময়কালে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী শিল্পোন্নত দেশসমূহের গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ১৯৯০ সালের পর্যায়ের চেয়ে গড়ে ৫.২% হ্রাসের আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। এর পরিপেক্ষিতে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে যুক্তরাজ্যে জলবায়ু পরিবর্তন আইন, ২০০৮ প্রণীত হয়। যুক্তরাষ্ট্র এই প্রটোকলে স্বাক্ষর করলেও পরে কংগ্রেস কর্তৃক অনুসমর্থন না করায় এই প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা মুক্ত হয়। ২০১২ সালে কানাডা এই প্রটোকল থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

জলবায়ু বা পরিবেশ বিষয়ক আরো কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা চুক্তি হলো- জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন, কার্টাগেনা প্রটোকল, ধরিত্রী সম্মেলন, বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন, V20 (Vulnerable Twenty)।

জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ী শীর্ষ দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতাঃ

বিশ্বের সর্ববৃহৎ কার্বন নির্গমনকারী দেশে চীন: চীন বলছে, তাদের কার্বন নির্গমন সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছাবে ২০৩০ সালে। দেশটির লক্ষ্য, ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের শক্তি উৎপাদনের ২৫ শতাংশ আসবে ফসিলজাত নয় এমন জ্বালানি থেকে। চীন অঙ্গীকার করছে, ২০৬০ সালের মধ্যে তারা কার্বন-নিরপেক্ষ হবে। চীন যে কার্বন-নিরপেক্ষ হবার কথা বলছে- তা কি নির্গমন কাটছাঁটের মাধ্যমে অর্জিত হবে, নাকি অন্য কোন পন্থায় হবে– তা তারা এখনো স্পষ্ট করেনি। সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ঘোষণা করেছেন যে তারা বিদেশে আর কোন নতুন কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন করবেন না। কিন্তু দেশের ভেতরে কয়লাখনিগুলোকে আদেশ দেয়া হয়েছে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য– যাতে চীন জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারে, যদিও তারা ২০২৬ সাল থেকে কয়লার ওপর নির্ভরতা কমানোর অঙ্গীকার করেছে।

মাথাপিছু কার্বন নির্গমন সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রে: যুক্তরাষ্ট্র ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০৫-এর স্তরের অর্থেক কার্বন ডাই-অক্সাইড কাটছাঁট করবে। দেশটি চাইছে ২০৩০ সালের মধ্যে সেখানে নতুন গাড়ির অর্ধেকই হবে বৈদ্যুতিক গাড়ি। যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকার করেছে যে ২০৫০ সালের মধ্যে তারা কার্বন-নিরপেক্ষ হবে। যুক্তরাষ্ট্রে ফসিলজাত জ্বালানি হচ্ছে ৮০ শতাংশেরও বেশি শক্তির উৎস। যদিও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের পরিমাণ এখন বাড়ছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পরিবেশেসংক্রান্ত পরিকল্পনা সবুজ জ্বালানির আওতা আরো বৃদ্ধি করছে। অন্তত ১৫ হাজার কোটি ডলারের ক্লিন ইলেকট্রিসিটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে– যা দিয়ে ফসিল জ্বালানি পরিত্যাগকারী কোম্পানিগুলোকে পুরস্কৃত করা হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্গমন কমিয়েছে : ইইউ অঙ্গীকার করেছে ১৯৯০-এর স্তর থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন ৫৫ শতাংশ কমানো হবে। ইইউ লক্ষ্য স্থির করেছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ জ্বালানি আসবে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে। ইউউ ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন-নিরপেক্ষ হবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে সবচেয়ে ব কার্বন নির্গমনকারী দেশগুলো হচ্ছে জার্মানি, ইত্যালি এবং পোল্যান্ড। ক্লাইমেট এ্যাকশন ট্র্যাকার বলছে, ২০১৮ সাল থেকে ইউউর কার্বন নির্গমন কমছে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রির নিচে রাখতে ইইউ'র নীতি ও পদক্ষেপসমূহ প্রায় যথেষ্ট।"

কয়লার ওপর নির্বরশীল ভারত : ভারতের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্য নির্গমনের মাত্রা ৩৩-৩৫% কমিয়ে আনা। দেশটি অঙ্গীকার করেছে ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের বিদ্যুৎ শক্তির ৪০% আসবে ফসিলজাত নয় এমন জ্বালানি থেকে। নেট শূন্য-নির্গমন অর্জনের কোন লক্ষ্যমাত্রা এখনো ঘোষণা করেনি ভারত। ভারতের বার্ষিক কার্বন নির্গমন গত দুই দশকে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে ভারতেই মাথাপিছু কার্বন নির্গমনের মাত্রা সবচেয়ে কম।

রাশিয়ার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি তেল ও গ্যাস : রাশিয়া ২০৩০ সালের মধ্যে নির্গমন ৩০% কমানোর কথা বলেছে। তারা অঙ্গীকার করেছে, ২০৬০ সালের মধ্যে কার্বন-নিরপেক্ষ হবে রাশিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১৯৯১ সালে রাশিয়ার অর্থনীতি ও কার্বন নির্গমন সংকুচিত হয়েছিল। কিন্তু তারা এখনো কার্বন শোষণের জন্য তাদের বিশাল বন ও জলাভূমির ওপর নির্ভর করছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবিলায় উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের পরাধীনতা:

- প্রথমত, কার্বন নিঃসরণ পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। পৃথিবীর সর্বোচ্চ কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর তালিকায় সবই উন্নত বা ব্যাপকভাবে উৎপাদনমুখী দেশগুলো; যেমন চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি। এই তালিকায় উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত দেশগুলোর ভূমিকা একেবারে তলানিতে। লক্ষ্য করতে হবে, কোনো দেশ কার্বন নিঃসরণ করলে তার কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন কিন্তু শুধু সেই দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। উন্নত দেশগুলোর নিঃসরিত কার্বন ও পরিবেশ দূষণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব কিন্তু সারা পৃথিবীকেই বিপন্ন করছে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনে উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত দেশগুলোর অবদান নগণ্য হওয়ার পরেও এই দেশগুলোকে ভোগ করতে হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্ষতি।

Elements of Inclusive Development :

Skill Development	Social Development	Employment Generation
Financial inclusion	Agriculture	Poverty Reduction
Technological Development	Education	Digital Bangladesh Mission

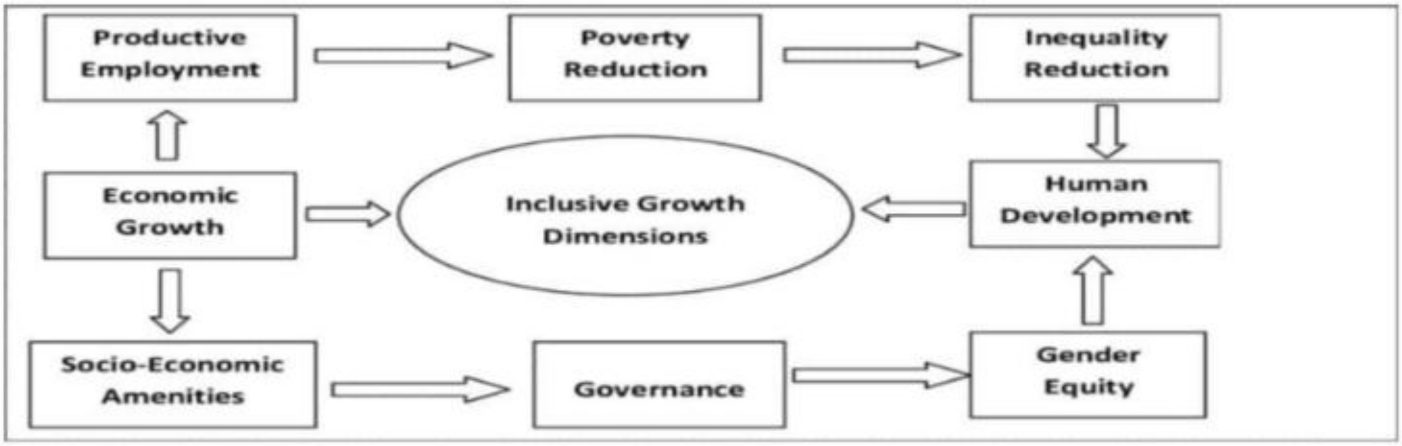

Success image of Bangladesh

Economic growth: Though whole world facing different types of economic crisis such as corona virus, Russia-Ukraine war, etc, Bangladesh maintaing constant GDP growth rate. According to economic review 2023, GDP growth rate of Bangladesh is 6.03%.

Per capita income : Per capita income of Bangladesh has increased highly. According to economic review 2023, present per capita income is US$ 2765.

Export earnings : Export earnings increased to US$ 32.071 billion (3.8 times) in FY22.

Remittance : Remittance inflows stood at US$ 16.42 billion (3.4 times) in FY19.

Foreign exchange reserves : Foreign exchange reserves increased to US$ 32.26 billion (9.4 times) at the end of in february, 2023.

Power generation : Now electricity coverage is 100%. Power generation capacity has grown more than 4.2 times, which now stands at 22,329 MW at the end of FY19.

Share of industrial sector in GDP : Share of industrial sector in GDP has increased to 35.14 percent in FY19 from 25.4 percent in FY06;

The size of the government budget : The size of the government budget has increased to BDT 7,61,785 crore in fiscal year 2023-24 which is more than 8 times of FY06's budget (BDT 611 billion).

Total investment to GDP : Total investment to GDP ratio increased to 31.6 percent in FY19.

Public investment : Public investment scaled up to 8.2 percent of GDP in FY19.

Inflation rates : According to economic review 2023, current inflation rates has consistently been lowered and came down to 9.24%.

Life expectancy: The average life expectancy increased to 72.3 years at the end of 2023.

Poverty reduction : According to the economic review 2023 present poverty rate is 18.7 percent and extreme poverty rate is 5.6 percent whereas it was 56.7 percent in 1991. The Government still considers poverty alleviation as a major agenda on the policy and development issues of the country.

Literacy rate : Literacy rate (7+ years age) improved to 76.4 percent in 2023 from 52.5 percent in 2006.

Maternal mortality rate: In 2006, the number of death in terms of maternal mortality was 3.37 per thousand live births, which was reduced to 1.69 per thousand live births in 2018;

Infant mortality rate : Infant mortality rate came down to 22 per thousand live births in 2023 from 48 per thousand live births in 2006.

Women empowerment: Female participation in labor force increased to 36.3 percent in FY17 from 29.2 percent in FY06. Women empowerment has significantly contributed to poverty reduction.

Population growth rate : Population growth rate came down to 1.3 percent in 2023 from 1.49 percent in 2006.

Social Safety Net Programs : Social Safety Net Programs have been expanded significantly over the years. In FY20, BDT 743.67 billion has been allocated for social safety net programs.

Bangladesh Government initiative for inclusive development

The Ashrayan Project for inclusive development : Bangladesh's Ashrayan Project (Shelter Project for the Homeless) is empowering marginalised people through inclusive development, as this housing project plays a vital role in alleviating poverty and helping the country attain at least eight targets of the Sustainable Development Goals (SDGs). In January 2021, the Prime Minister handed over 63 thousand and 999 single houses in the first phase of this project. 238,851 families have been given houses with land within four stages of this project. A total of 1,194,035 displaced people have been resettled with an average of five members in each family.

Financial inclusion in the pathway to inclusive development : Financial inclusion is essential for inclusive development. Along with mobile banking, agent banking was launched to bring financial services to people's doorsteps through mainstream financial institutions in Bangladesh using low-cost, simple and sustainable technology.

Digital inclusion : The Government promised to transform the country into a digital one in 2009 and significant development occurred in the expansion of the information technology sector. As of July 2019, the number of mobile phone subscribers and internet users in the country stood at 161.8 million and 96.2 million respectively. Tele density increased to 93 percent. It is to be noted that the number of mobile phone users in 2006 was only 19.1 million and that of internet users was 1.45 million. Bangladesh launched it's first satellite Bangabandhu Satellite -1 into the space in 2018.

Employment-led growth : Bangladesh may consider pursuing an employment-led growth, rather than growth-led employment. The traditional wisdom of "let us focus on growth and employment would follow" has been proven wrong in many instances as jobless growth has been the phenomenon in many economies. An employment-led growth would make growth pro-poor if the employment focus is in sectors where poor people live and work. Bangladesh government is working regarding this concept.

Rural Development : Bangladesh government take many steps for rural development. All children now go to school in village. School dropouts are decreasing in greater numbers. Different projects have been take by government to increase rural people life standards.

Improving the quality of life of people : The most important thing in improving the quality of life of prople is the development of communication systems, electrification, market development and the resulting economic growth. Every village in Bangladesh is now accessable by road, 100% electricity, etc are available.

Graduation from LDC : Bangladesh is also a remarkable story of poverty reduction and development. From being one of the poorest nations at birth in 1971, Bangladesh reached lower-middle income status in 2015. It is on track to graduate from the UN's Least Developed Countries (LDC) list in 2026.

SDG headway: Bangladesh was an active participant in formulating the 2030 Global Development Agenda (SDGs). Since the declaration of SDGs, Bangladesh has embraced the SDGs through inclusion of the 17 Global Goals into its National Development Plan 2100 and the Perspective Plan 2041.

Obstacles to attaining inclusive growth

- Poverty
- Regional Disparities
- Lack of Quality education
- Lack of quality health services
- Agricultural backwardness
- Limited capacity to generate productive jobs
- Women's limited participation in the labor market

Ways to accelerate inclusive development

- Eradicating extreme poverty and hunger.
- Achieving universal primary education.
- Promoting gender equality and empower women.
- Developing a global partnership for development.
- Creating and ensuring macroeconomic stability.
- Investing in human capital and physical infrastructure.
- Improving and strengthening the financial system.
- Enhancing environmental sustainability.

The Indian government, along with state and municipal governments, should continue to prioritise eradicating poverty and achieving sustainable development in order to improve the lives of the Indian people. Innovative relationships with international organisations, civil society, and private companies can be used to pursue inclusive and equitable growth. The empowerment of disadvantaged and marginalised populations, as well as the improvement of women's livelihoods and skill development, would be facilitated through inclusive growth.

07. Argument : Physical Health is more important than mental health **30**
Answer :

Physical Health is more important than mental health

Mental health plays a significant role in people's ability to maintain good physical health. Mental health affects your physical health. Mental Health includes our emotional, psychological, and social well-being. It implicates how we think, feel, and act. It also helps to see however we tend to handle stress, relate to others, and create healthy decisions. Mental health is valuable at every phase of life. Mental health drives your physical health. The reasons why mental health is more important:

Mental health affects physical health

There is a relation between our mental and physical health. Mental illness can cause stress and affects our immunity levels. An unhealthy mind cause anxiety and depression, which can impede one's ability to stay active. A healthy mind is easily able to deal with life situations that are difficult for an unhealthy mind. The relation between mind and body is adequately organized.

Physical health and mental health are both important and interconnected aspects of overall well-being. They are not mutually exclusive, and neglecting one can affect the other. It is generally not accurate or helpful to prioritize one over the other, as both contribute to a person's overall quality of life.

Comparison of Mental and Physical health

Aspect	Mental Health	Physical Health
Definition	Psychological and emotional well-being	Overall well-being of the body
Focus	Thoughts, feelings, and emotions	Body functions, fitness, and vitality
Indicators	Mood, stress levels, self-esteem	Vital signs (heart rate, blood pressure), weight, physical fitness
Importance	Influences thoughts, behaviors, relationships	Enables daily activities, productivity
Impact on Life	Affects overall quality of life	Affects ability to perform tasks, participate in activities
Common Conditions	Depression, anxiety, bipolar disorder	Heart disease, diabetes, obesity
Treatment Approach	Therapy (counseling, psychotherapy)	Medication, exercise, healthy diet
Preventive Measures	Stress management, self-care, social support	Regular exercise, balanced diet, adequate sleep
Stigma	Historically stigmatized, improving awareness	Less stigmatized, increasing mental health awarenes

Mental health is related to Emotional well-being : Mental Health manages our emotions and feeling. It manages our happiness, sadness, anger, and excitement. Emotional well-being help to stimulate productivity and how to deal with daily errands. Psychologists say if you are mentally stable, then you are emotionally stable.

Mental health plays a significant role in relationships : It is very important how we behave with our close ones. An unhealthy mind can influence how we execute ourselves with close ones. Mental Illness can oversee passive-aggressiveness, hostility, and ineptitude to take part in social activities. Mental illness can also throw your close ones away without any faults of theirs.

Mental health is linked with crime and victimization : Mental health imposes a heightened risk of violent crimes. An unhealthy mind has always victim mentality. It can harm itself in various ways. The risk can further increase if an individual consumes drugs or alcohol. In most cases, crimes are caused by a mentally sick person.

Mental health is connected to productivity and financial stability : A healthy mind promotes more productivity and financial stability. A study by an American psychiatrist says people with an unhealthy mind earn 40 percent less than people with a healthy mind. Poor mental health leads to impoverished productivity and implicates financial stability.

Mental health affects the quality of life : An unhealthy mind can forfeit curiosity in the things we used to enjoy. An unhealthy mind leads to a sense of hopelessness, sadness, worthlessness. They always feel guilty, anxious, fear and lost control. These things badly affect life. It is very important to mentally stable to maintain the quality of life.

Mental health awareness can help in preventing suicide rates : A study says about 60 percent of the people who committed suicide are suffering from mental disorders. If we spread mental awareness, people will come out and talk about their problems and, many lives can be saved. We can help to lessen the number of deaths by suicide.

Mental health awareness enable community building : If we continuously spread mental awareness and tell people why mental health is more important, we can help build better support facilities for those suffering from mental illness. It leads to more recovery cases of mental disorders.

Mental health is more important than our physical health. But still, no one wants to talk about mental health. Isn't it so strange?

Please start speaking about it. Normalize it as you normalize any physical sickness. Spread mental health awareness and save innocent lives. Make it simple for them to speak about their issues.